দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 17 OCT 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

17

উপাচার্যের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮০ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়ে ঠাণ্ডা লড়াই চলছে

মোস্তফা ফিরোজ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শমসের আলীর ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা চলছে। উপাচার্য ও প্রকল্প পরিচালক এই দুই অবস্থান তাঁর থাকছে না। তাঁকে শুধু উপাচার্য পদে বহাল রেখে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ নিয়ে শুরু হয়েছে এক ঠাণ্ডা লড়াই। ফলে সাড়ে তিন বছরের মাথায় এসে ৪০ সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের। সূত্র জানায়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে গত ২৮ সেপ্টেম্বর এক সভায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৮০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় '৯২ সালে। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের ২০ কোটি টাকা ছাড়া বাকি পুরো অর্থই এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর। সভায় উল্লেখ করা হয়, প্রকল্পের কাজ শেষ হবার কথা '৯৭ সালের ডিসেম্বরে। কিন্তু '৯৫ সালের

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

উন্মুক্তবিশ্ববিদ্যালয়ের

(প্রথম পাতার পর)

জুলাই পর্যন্ত এডিবি ঋণের মাত্র ১৫ ভাগ বা ২৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। অথচ হাতে আছে তিন বছরেরও কম সময়। ঋণের ৮৫ ভাগ অর্থ এ সময়ের মধ্যে খরচ করতে হবে। সভায় উল্লেখ করা হয়, প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি মন্থর হওয়ায় এডিবি'র একাধিক পর্যালোচনা মিশন অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, একজন সর্বক্ষণিক প্রকল্প পরিচালক না থাকার জন্যই প্রকল্পের বাস্তবায়ন গতি শ্লথ হয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। একসাথে তাঁর পক্ষে দু'টি দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হচ্ছে না বলে ওই সভায় জানানো হয়।

অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হচ্ছে, এডিবি'র ঋণ চুক্তিতে বলা আছে যে, যিনি উপাচার্য হবেন তিনিই প্রকল্প পরিচালক হিসাবে থাকবেন। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, এ প্রকল্পের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও এর বাস্তবায়নের বিষয়ে অর্থায়নকারী সংস্থা এডিবি'র কোন ধরনের অসন্তোষের কথা আমাদের জানা নেই। বরং তাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমের প্রশংসা করে চিঠি দিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অল্পদিনেই দেশব্যাপী সাড়া জাগিয়েছে। প্রকল্পের শ্লথগতির কারণ সম্পর্কে তিনি জানান, দালান-কোঠা নির্মাণ করলেই প্রকল্প সফল হয়েছে একথা বলা যাবে না। আমরা শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণে বিভিন্ন ধরনের কোর্স চালু করেছি। মাত্র তিন বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজারেরও বেশি। দেশের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়েও এত শিক্ষার্থী নেই। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হবার পর এদেশে কি ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন তার ওপর জরিপ চালানো হয়। এতে সময় লাগে ১৮ মাস। এডিবি'র নির্দেশেই এটি করা হয়। এজন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন নির্মাণ শুরু করতে দেরি হয়েছে।

ভিসি প্রফেসর শমসের আলী জানান, ইতোমধ্যে ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬টি ভবন নির্মাণের দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ দেয়ার কাজ শেষ হয়েছে। এ অবস্থায় প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের রহস্য কি তা আমার জানা নেই। তাছাড়া এডিবি এ প্রকল্পের কাজ পর্যায়ক্রমে শেষ করতে বলেছে। আমরা সেভাবেই এগুচ্ছি। যদি '৯৭ সালের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ নাও হয় তাহলে এর মেয়াদ আরও দু'বছর বাড়াতে ক্ষতি কি? তিনি জানান, বহু অন্যায় আবদার আমরা রক্ষা করছি না বলে আমাকে ক্ষমতাহীন করানোর জন্য নানারকম ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু আমি কোন অবস্থাতেই আপোস করব না।